যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য বদ দোয়া করতে পারে, কিন্তু সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তবে তাতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য বদ দোয়া করতে পারে, কিন্তু সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তবে তাতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১৪৯

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149)

অর্থঃ যদি তোমরা সৎ কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, সর্বশক্তিমান।

এর পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)

অর্থঃ আল্লাহ কোন মন্দ কথার প্রচারণা ভালোবাসেন না, তবে কেহ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

হাদীসঃ মুসলিম ২০০১

সাদাকাহ ও খাইরাতের কারণে কারো সম্পদ কমে যায় না। ক্ষমা ও ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'য়লা সম্পদ বৃদ্ধি করেন।আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়লার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'য়লা তার মর্যাদা ও সম্মান আরও বাড়িয়ে দেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন যুলুমের মোকাবেলায় আমরা ধৈর্য ধারণ করি। সদা সর্বদা আল্লাহর ফরজ ও রাসুলের সুন্নাত আমল করি। আল্লাহর ক্ষমা আমরা প্রার্থণা করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।